যুগান্তর

তারিখ 31 AUG 2013
পৃষ্ঠা ২ কলাম

সিলেট কৃষি ভার্সিটিতে সীমাহীন দুর্নীতি

আবদুর রশিদ জেনু, *সিলেট ব্যুরো*

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ বাণিজ্য, আর্থিক লুটপাট, টেন্ডার জালিয়াতিসহ সীমাহীন দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। ভিসি প্রফেসর ড. মোঃ শহীদ উল্লাহ তালুকদারের অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির প্রতিবাদ করায় ভেটেরিনারি অ্যান্ড এনিমেল সায়েন্স অনুষদের ডিন প্রফেসর সাইফুল ইসলামকে বাধ্যতামূলক অবসর দেয়া হয়।

অপরদিকে ভিসির স্বেচ্ছাচারিতার শিকার হয়ে বছরব্যাপী বেতন-ভাতাদি পাচ্ছেন না মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. নাসরিন সুলতানা লাকি এবং প্রফেসর তিন বছরের জন্য বন্ধ করে রাখা হয়েছে জেনেটিক্স অ্যান্ড এনিমেল ব্রিডিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শারোয়ার আকরাম আজিজের।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন লোক থাকা সত্ত্বেও দুর্নীতিতে সহায়তায় পুরস্কার হিসেবে প্রফেসর ডা. মোঃ জাবাল উদ্দিন ভূঞাকে দ্বিতীয় মেয়াদে ছাত্র পরামর্শ পরিচালক এবং অর্থনীতি বিষয়ে অভিজ্ঞ প্রফেসর থাকা সত্ত্বেও ডা. মোঃ রফিকুল ইসলামকে দ্বিতীয় মেয়াদে অর্থ হিসাব পরিচালক পদে বহাল রয়েছেন ভিসি।

সিকৃবি উন্নয়ন (প্রথম পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। ২০১১ সালে একনেক সভায় ৬৯ কোটি ৪২ লাখ টাকার উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন পায়। প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন পরিকল্পনা কমিশনের সাবেক বিভাগীয় প্রধান ও আইএমইডির সাবেক ডিজি কৃষিবিদ জাবাল উদ্দিন আহমেদ। সিকৃবির পরিকল্পনা ও উন্নয়ন পরিচালক হিসেবে দক্ষ ও যোগ্য লোক হওয়া সত্ত্বেও তাকে চাকরিচ্যুত করা হয়। তার স্থলে নিয়োগ দেয়া হয় ভিন্নমা ইঞ্জিনিয়ার ডিগ্রিধারী মোঃ সরফুদ্দিনকে। তিনি যোগদানের পর প্রকল্পের নামে শুরু হয় অর্থ লুটপাটের মহোৎসব। প্রকল্প বাস্তবায়নে পরামর্শ ফি বাবদ ১০ লাখ টাকা ডিপিপিতে বরাদ্দ থাকলেও অনিয়মের মাধ্যমে পরামর্শ প্রতিষ্ঠান মেসার্স ইঞ্জিনিয়ার্স কনসোর্টিয়াম লিমিটেডকে বরাদ্দের কয়েকগুণ বেশি টাকার বিল প্রদান করা হয়। উন্নয়ন প্রকল্পটি পাঁচ বছর মেয়াদি হলেও তড়িঘড়ি করে ৮ কোটি টাকার একটি ছাত্রী হল, ১৫ কোটি টাকার একটি ছাত্র হল, ৫ কোটি টাকায় একটি লাইব্রেরি ভবন, ১০ কোটি টাকার একটি একাডেমিক ভবন, সাড়ে ৩ কোটি টাকার কর্মচারী ভবনসহ অন্যান্য ভবন মিলে প্রায় ৫০ কোটি টাকায় কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। এসব ভবনের কাজ পেতে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে মোটা অংকের ডোনেশন প্রদান করতে হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

> নিয়োগ বাণিজ্য, আর্থিক লুটপাট, টেন্ডার জালিয়াতি

ভিসি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পদে ইউজিসি কর্তৃক অনুমোদিত পদের চেয়ে অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ দেন। অতিরিক্ত জনবলের বেতন-ভাতাদি খাতে প্রায় আড়াই কোটি টাকার বাজেট ঘাটতি দেখা দিয়েছে। বর্তমানে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ ও অন্যান্য তহবিলের টাকা থেকে অতিরিক্ত জনবলের বেতন-ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন খাতে আর্থিক ব্যয় দ্বিগুণ করার অভিযোগ উঠেছে। সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগের চুপ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে। একাধিক অভিযোগ রয়েছে তদন্ত পর্যায়ে।